UG -Semester – IV (H)

Paper - GE4 (Gender and Education in India)

স্বাধীন ভারতের নারী শিক্ষা প্রসারে সরকারের ভূমিকা আলোচনা কর।

মানব সভ্যতার উৎকর্ষতার অন্যতম মাধ্যম হল শিক্ষা। আর এই শিক্ষার বিচারে এক একটা সমাজ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। ভারতের মত বৃহৎ সভ্যতা এর বাইরে নয়। এছাড়া ভারতের ইতিহাসচর্চাতেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে শিক্ষা ব্যবস্থার মত বিষয়। সময়ের নিরিখে প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগের ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরুষপ্রধান হলেও নারী শিক্ষারও প্রসার কিছুটা যে হয়েছিলো তা বিভিন্ন উপাদান জানান দেয়। পরে ঔপনিবেশিক যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষারও বিস্তার ঘটতে থাকে। বদলে যায় স্ত্রীশিক্ষার চরিত্র। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটে। আধুনিক শিক্ষা প্রসারের দরুন সমাজে নারীদের চিন্তা-চেতনা অন্যভাবে প্রকাশ পায়। পুরুষ প্রধান সমাজে নারীদের উপস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। নারী শিক্ষার ধারা আরো জোরালো গতিতে প্রবাহিত হয় স্বাধীন ভারতে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে নজর দেওয়া হয় নারীদের ক্ষমতায়নে। যদিও এই অধিকার আদায়ে নারীরা এগিয়ে আসে অনেকটা সংগঠিত ভাবে। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারে স্বাধীন ভারতের সরকার কতখানি এগিয়ে এসেছিলো, এটাই এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

প্রাচীন যুগের সমাজ কাঠামোর মধ্যে থেকে অপলা বা লোপামুদ্রা'র মত শিক্ষিত নারীরা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি এরাও সমকক্ষতা লাভ করতে উদ্যমি হয়। এইসময় থেকে শিক্ষার প্রতি নারীদের আগ্রহের আভাস পাওয়া যায়। এছাড়া নালন্দা, বিক্রমশীলা ও তক্ষশীলার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই ধারা বজায় থাকে সুলতানি ও মোগল আমলে। যদিও শিক্ষা ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিল ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও কলাবিদ্যার মত বিষয়ে মধ্যে। পাঠ চলত অন্দরমহলে। তবে এই ধারার ভাঙন ধরে ঔপনিবেশিক যুগে। ব্রিটিশদের হাত ধরে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে বদল আসে শিক্ষা ব্যবস্থায়। বাংলার নবজাগরণের প্রভাব পড়ে গ্রাম বাংলায় [অনেকে বলেন এই নবজাগরণ মূলত সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতার মধ্যে]। এর প্রভাব পড়ে স্ত্রীশিক্ষায়। অবহেলায় পড়ে থাকা নারীদের বাড়ির অন্দরমহল থেকে আলো দিকে নিয়ে যেতে এগিয়ে আসেন এদেশীয় পন্ডিত রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত ব্যাক্তিত্বরা। বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের হাত ধরে উনিশ শতকে বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে আমূল পরিবর্তন আসে। স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত সূত্রপাত হয় খ্রীস্টান মিশনারিদের হাত ধরে। কলকাতার বাইরে উত্তরপাড়ায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় (১৮৪৫) গড়ে তোলে। কলকাতায় বেথুন সাহেবের হাত ধরে গড়ে ওঠে বেথুন স্কুল (১৮৪৯)। বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় গড়ে তোলা ছিল বাংলার এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে মনে করিয়ে দিয়েছেন অধ্যাপক বিনয় ঘোষ। শিক্ষার প্রসারের জন্য এগিয়ে আসেন পন্ডিতা রমাবাই স্বরস্বতী ও স্বর্ণকুমারী দেবী'র মত মহিলারা। আবার আর্য মহিলা সমাজ, সখী সমিতি ও ভারত স্ত্রী মন্ডল-এর মত আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ছবিও দেখা যায়। জাতীয়স্তরে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য গড়ে ওঠে Women's India Association, National Council of Women বা All India Women Conference এর মত প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষার প্রভাব পড়ে ভারতের স্বাধীনতা অন্দোলনে। আন্দোলনে শিক্ষিত নারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতকে প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের আন্দোলনও চলতে থাকে।

স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনের অন্যতম ধারা শুরু হয় স্বাধীন ভারতে। ১৯৪৬-৪৭ সালের মধ্যেই ভারতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪,২৯৭,৭৮৫ টি। স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক অবস্থায় নারী শিক্ষা বিস্তার ঘটে ব্যক্তি মালিকানা বা ধর্মীয় মিশনারিদের তৎপরতায়। যদিও এই স্ত্রীশিক্ষা প্রসার হলেও মূলত ছিল শহর কেন্দ্রিক। স্বাধীনতা প্রাপ্তি পরবর্তী ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি উদ্যমের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়।

স্বাধীন ভারতে সংবিধানে ১৪ বছরের বালক-বালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলে। স্বাধীন ভারতে শিক্ষা একটা মানুষের মৌলিক অধিকারে পরিণত হয়। এই আইনে নারী-পুরুষের সমতার ওপর জোর দেওয়া হয়। স্বাধীন ভারতে শিক্ষা নীতি তৈরি করার জন্য শিক্ষাবিদ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণননের নেতৃত্বে গঠন করা হয়, Indian University Commission (1948-49)। এই কমিশন স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তর আলোচনা করে। সর্বক্ষেত্রে নারীদের সুযোগ দানের প্রস্তাব দেয়। আর প্রাক-স্বাধীন ভারতে নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয় -

Women’s present education is entirely irrelevant to the life they have to lead. It is not only a waste but often a definite disability

নারী শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। এখানে নারী শিক্ষার সমস্যাকে যত্ন সহকারে তুলে ধরে বলা হয় – ‘Everyone realize the significance of the problem of women’s education in the special circumstances of our country today and the need for adopting social measures for solving it’. এই তাগিদ থেকে মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজানোর জন্য মুদালিয়র এর নেতৃত্বে কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বালক ও বালিকার মধ্যে বৈষম্য দূর করার সুপারিশ করে। এখানে স্কুলে বালক ও বালিকারদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার কথা উল্লেখ করা হয়। আর করিগরি শিক্ষায় নারীদের যোগদানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

শিক্ষা প্রসারে আরো একধাপ এগিয়ে যায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়েকটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় সমাজে নারী শিক্ষার প্রতি সচেতনতা বাড়ানোর প্রতি। শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে নারীদের সুযোগ প্রদান ও উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য প্রভৃতি প্রস্তাব প্রদান করা হয়। নারী শিক্ষার প্রসারের মূল্যায়ন করার জন্য ১৯৫৮ সালে গঠন করা হয় জাতীয় পরিষদ। জাতীয় পরিষদের রিপোর্টে অকপটে স্বীকার করা হয় যে – স্কুল শিক্ষায় ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সাফল্য আশা ব্যঞ্জক নয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীত নীতি গুলি হল –

১. প্রাথমিক ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার প্রতি ঝোঁক।
২. নারী শিক্ষার প্রতি স্থানীয়দের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো।
৩. ছাত্রীদের জন্য পৃথক স্কুলের ব্যবস্থা করা।
৪. উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য UGC নানা প্রকল্প গঠন ইত্যাদি।

তবে শহরে স্ত্রীশিক্ষার হার বৃদ্দি পেলেও গ্রামীণ অঞ্চলে তেমন অগ্রগতির অভাব দেখা যায়। ভক্তাভাসলাম কমিটি স্থানীয় স্তরে নারী শিক্ষার প্রতি অবহেলা ছবি তুলে ধরেন। ১৯৬৪ - ৬৬ সালে শিক্ষা দপ্তর ছাত্রীদের মধ্যে সমাজততন্ত্রের ভাবধারা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। যন্ত্রাংশ ও কৃষিব্যবস্থা সংক্রান্ত পঠন পাঠনে ছাত্রীদের অংশগ্রহনের ওপর নজর দেওয়া হয়। সমাজ পরিবর্তনে নারীদের অবদানকে স্বীকার করে বলা হয় –

The education of girls should receive emphasis not only on grounds of social justice but also because it accelerated social transformation.

নারী শিক্ষা প্রসারের উল্লেখযোগ্য সময়কাল হল ১৯৭৫-১৯৮৫ সালের মধ্যে। UNO এই দশ বছর নারীদের জন্য উৎসর্গ করে বলে –‘Women’s Decade’। আর ভারতে লক্ষ্য হয় –Women and Development. নারীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ও রোজগার মুখী করে তুলতে বিভিন্ন নীতি গ্রহন করা হয়। এর সঙ্গে কারিগরী শিক্ষা, বৈদুত্যিক সরঞ্জাম তৈরি ও পশু বিজ্ঞানের মত শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দেওয়ার কাজ চলতে থাকে। এর সঙ্গে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার বৈষম্য দূর করা জন্য ‘Education and Equality’ নীতি গ্রহন ও বিবাহ বা কণ্যা পনের বিরুদ্ধে সচেতনতার বাড়ানোর কাজ করতে শুরু করে National Council of Education Research and Training (NCERT) এর মত প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৫ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলে, নারীরা এর সুবিধা লাভ করে।

৯০ দশকে মধ্যে নারী শিক্ষায় সাফল্যের মুখ দেখলেও ব্যর্থতাও ছিল যথেষ্ট। ১৯৭৫ সালে ১৫ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে ৬৮ শতাংশ ও ২৫ বছরের উর্দ্ধে ৮০ শতাংশ মহিলা অশিক্ষিত থেকে যায়। ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের স্কুল ছুটের পরিমান বেড়ে যায়। বিশেষভাবে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যে ৭০ শতাংশ মহিলা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। কেরল রাজ্য ব্যতীত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ৬০ শতাংশ নারী স্কুল শিক্ষার আওতার বাইরে। এই ব্যর্থতার মধ্যেও স্বাধীন ভারতে নারী শিক্ষার অগ্রগতি লাভ করে। শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতি ছিল চোখে পড়ার মত।